বস্ত্রনীতি—১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
অক্টোবর, ১৯৯৫

মুখবন্ধ

বস্ত্র শিল্প যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের শিল্পায়নে মুখ্য চালিকা শক্তি (Prime Mover) হিসাবে কাজ করেছে। সুদূর অতীতকাল থেকে বাংলাদেশের মসলিন, জামদানী ও রেশমী বস্ত্র বিশ্ব বাজারে এ দেশের ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্রের পরিচিতি বহন করে আসছে। বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আসছে বস্ত্র পণ্য রপ্তানী থেকে এবং তাঁত শিল্প দেশের সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় তৈরী করে আসছে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে দেশের সার্বিক শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানে বস্ত্র শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বস্ত্র শিল্পের গুরুত্ব ও উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯২ সালে এই খাতকে "থ্রাষ্ট সেক্টর" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বস্ত্র পণ্য রপ্তানীতে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশ যে সব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছে, ১৯৯৪ সালে গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে তা ২০০৫ সালে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বস্ত্র শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী বস্ত্রনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ভূমিকা অপরিসীম। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বস্ত্র পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানীর সাথে জড়িত বেসরকারী সংস্থা/এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বস্ত্রনীতি - ১৯৯৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। যারা এ ব্যাপারে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বস্ত্রনীতি - ১৯৯৫ এর মূল লক্ষ্য (১) স্থানীয় চাহিদা পূরণে এবং রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্পের প্রয়োজনীয় বস্ত্র সরবরাহে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এবং (২) সরাসরি বস্ত্র রপ্তানী করা। এই উদ্দেশ্যসমূহ বেসরকারী খাতের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। তাই ৩০শে অক্টোবর ১৯৯৫ তারিখে মন্ত্রিসভা কর্তৃক বস্ত্রনীতি অনুমোদন দেশে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ নীতির দ্রুত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা কামনা করছি।

তারিখ ঃ ১৪ই নভেম্বর, ১৯৯৫।

(আবদুল মান্নান)
প্রতিমন্ত্রী
বস্ত্র মন্ত্রণালয়

বস্ত্রনীতি-১৯৯৫

১ বস্ত্রনীতির গুরুত্ব ও পটভূমি ঃ ১—২

১.১ বস্ত্রনীতির উদ্দেশ্যসমূহ ৩

১.২ বস্ত্রনীতির কৌশলসমূহ ৩—৪

২ বস্ত্র শিল্পের উপখাতওয়ারী বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধানের নীতিমালা ঃ

২.১ স্পিনিং ৫—৬

২.২ উইভিং ৭—৮

২.২.১ পাওয়ারলুম ও স্পেশালাইজ্‌ড টেক্সটাইল ৭—৮

২.২.২ হস্তচালিত তাঁত শিল্প ৮—১১

২.৩ ডাইয়িং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং শিল্প ১১—১২

২.৪ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিল ১২

২.৫ নীটিং ও হোসিয়ারী শিল্প ১৩

২.৬ রেশম চাষ ও রেশম শিল্প ১৩—১৫

২.৭ তৈরী পোষাক শিল্প ১৫—১৬

৩ বস্ত্র শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য নীতিমালা ঃ

৩.১ বস্ত্র-সংশ্লিষ্ট উপখাত ১৭

৩.২ বস্ত্র শিল্পের কাঁচামাল ১৭

৩.৩ বস্ত্রখাতে কর্মসংস্থান ১৮

৩.৪ ট্যারিফ কাঠামো ও রপ্তানী উৎসাহ ১৮—১৯

৩.৫ দেশীয় বস্ত্র পণ্যকে প্রতিযোগী করে তোলা ২০

৩.৬ বস্ত্র পণ্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের ব্যবস্থা ২০

৩.৭ প্রশিক্ষণ, টেস্টিং ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ২০—২১

৩.৮ গ্যাট সেল এবং গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নে টাস্ক ফোর্স ২১

৩.৯ উপদেষ্টা কমিটি ২১

৩.১০ গবেষণা, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি ও কম্পিউটার প্রযুক্তি ২২

৩.১১ বস্ত্র শিল্পের বেসরকারী খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন ২২

৩.১২ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ২৩

৩.১৩ বস্ত্রখাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান ২৩—২৫

বস্ত্রনীতি-১৯৯৫

১.০ বস্ত্রনীতির গুরুত্ব ও পটভূমি ঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বস্ত্র শিল্প নিম্নোক্ত বিভিন্নমুখী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে ঃ

(১) বস্ত্র মানুষের অন্যতম মৌলিকা চাহিদা। বস্ত্র শিল্প জনসাধারণের অন্যতম এই মৌলিক চাহিদা পূরণ করছে।

(২) অন্যান্য শিল্প খাতের তুলনায় দেশের বস্ত্র শিল্প অধিক শ্রম-নিবিড় এবং বেকার জনশক্তির কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বস্ত্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বস্ত্রখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি প্রায় ৩৫.০০ লক্ষাধিক, যা শিল্প খাতে নিয়োজিত মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৪৫ শতাংশ।

(৩) অর্থনৈতিক মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বস্ত্র শিল্পের অবদান মোট শিল্প খাতের এক-তৃতীয়াংশের অধিক এবং মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ৫ শতাংশ।

(৪) রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও আমদানী বিকল্প শিল্পোৎপাদনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এ শিল্পের অবদান হিসাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানীমুখী বস্ত্র শিল্প থেকে ১৯৭৭-৭৮ সালে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ১০.০০ লক্ষ টাকা যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৯০৮৫ কোটি টাকা। বর্তমানে দেশের সর্বমোট রপ্তানী আয়ের ৬৫% আসে বস্ত্র শিল্প দ্রব্যাদি রপ্তানীর মাধ্যমে।

(৫) বস্ত্র শিল্পের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণের ফলশ্রুতিতে অধিকতর যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের প্রয়োজনে দেশের ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৈরী পোষাক শিল্পের প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রী বা এক্সেসরিজ (বোতাম, বকরম, প্যাকেজিং ইত্যাদি) সরবরাহকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বস্ত্র শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বস্ত্র শিল্প বিভিন্ন দেশে শিল্পায়নের মুখ্য চালিকা শক্তি (Prime Mover) হিসাবে কাজ করেছে। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব বস্ত্র শিল্প দিয়েই শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং ইত্যাদি দেশের শিল্পায়নের প্রথম পর্বে বস্ত্র শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুদূর অতীত কাল থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববাংলা বস্ত্রে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল এবং কারুকার্যময়

উন্নতমানের মসলিন, জামদানী এবং রেশমী বস্ত্র উৎপাদনে পূর্ববাংলা বিশ্ববাজারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। হস্তচালিত তাঁত শিল্প আজও দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় কাপড় তৈরী করে আসছে। পাকিস্তান আমলে ও স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে স্থানীয়- ভাবে কিছু সংখ্যক সূতা ও বস্ত্রকল স্থাপিত হয়। দেশের বস্ত্র শিল্পের সমন্বিত উন্নয়ন ও রপ্তানী বাজারে এর দ্রুত বিকাশের লক্ষ্য সামনে রেখে সরকার কর্তৃক "বস্ত্রনীতি - ১৯৮৯" গৃহীত হয়। এই বস্ত্রনীতি বাস্তবায়নে বিগত বছরগুলোতে বস্ত্র মন্ত্রণালয় বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে রপ্তানীমুখী বস্ত্রখাত দেশের রপ্তানী আয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিছু রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য বস্ত্র উপখাতগুলোর পশ্চাদমুখী সংযোগ স্থাপিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে বস্ত্র সামগ্রী রপ্তানী থেকে অর্জিত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার গুরুত্বপূর্ণ অংশ কাপড় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রী আমদানীর জন্য ব্যয় হচ্ছে। এ ছাড়াও সম্প্রতি স্বাক্ষরিত গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে উন্নত দেশের বাজারে দেশীয় বস্ত্র পণ্য যে সুবিধাদি পেয়ে আসছিল (যথা কোটা, জিএসপি ইত্যাদি), তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রপ্তানীমুখী বস্ত্র শিল্প স্থানীয় স্পিনিং-উইভিং-ডাইয়িং-ফিনিশিং শিল্পের সঙ্গে পশ্চাদমুখী সংযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হলে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় এই শিল্পের অগ্রগতি থেমে যেতে পারে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বস্ত্রের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়ে চলেছে। দেশের বস্ত্র শিল্প বস্ত্রের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পুরাপুরি মিটাতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং বস্ত্রনীতি - ১৯৮৯ এর লক্ষ্য বস্ত্রে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জিত হয়নি। এমতাবস্থায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা ঘাটতি পূরণ ও রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্পের ক্রম- বর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য বস্ত্র শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ অপরিহার্য। সরকারী খাতের মিলের সংখ্যা ইতিমধ্যে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে। সরকারী খাতের বাকী মিলগুলো ক্রমাগত লোকসানে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে এগুলো বেসরকারীকরণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

বর্ণিত প্রেক্ষিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বস্ত্র শিল্প দেশের সার্বিক শিল্পায়নে মুখ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বস্ত্র শিল্পের এই গুরুত্ব ও সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার এই খাতকে "থ্রাষ্ট সেক্টর" হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এমতাবস্থায় মুক্ত বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোতে বস্ত্র শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী নতুন বস্ত্রনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই নীতির মূল লক্ষ্য বেসরকারী খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্রের চাহিদা পূরণে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করা ও রপ্তানীমুখী বস্ত্র খাতের সংগে পশ্চাদসংযোগ স্থাপন করে, রপ্তানীমুখী খাতের প্রয়োজনীয় কাপড় সরবরাহ করা।

১.১ বস্ত্রনীতির উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

বস্ত্রনীতির উদ্দেশ্যাবলী নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

(১) ২০০৫ সাল নাগাদ গড়ে মাথাপিছু ১৭ মিটার কাপড়ের স্থানীয় চাহিদা মেটানো ও রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্পের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের চাহিদা পূরণে পশ্চাদ-সংযোগ (Backward Linkage) স্থাপন এবং সরাসরি বস্ত্র পণ্য রপ্তানীর নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও প্রতিযোগিতামূলক দামে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(২) উন্নত ও শিল্পোন্নত দেশের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, রপ্তানী আয় ও মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয়ে অধিকতর অবদান রেখে বস্ত্র শিল্প যাতে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে মুখ্য সহায়কের (Prime Mover) ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

(৩) বস্ত্র শিল্পের উচল থেকে নীচল (Upstream to downstream) পর্যন্ত প্রতিটি উপখাতের সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তঃসংযোগ সৃষ্টি ও সমন্বিত পরিচালন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে স্পিনিং, উইভিং, নিটিং ও হোসিয়ারী, ডাইয়িং, ফিনিশিং, রপ্তানীমুখী পোষাক তৈরী ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি প্রতিটি কর্মসূচী জাতীয় অগ্রাধিকার ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (Perspective Plan) অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাস্তবায়ন করা।

(৪) বস্ত্র শিল্পের সম্প্রসারণের নিমিত্তে অধিকতর দেশী ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং বিভিন্ন প্রকার সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

১.২ বস্ত্রনীতির কৌশলসমূহ ঃ

বস্ত্রনীতির উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করার জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ অনুসৃত হবেঃ

(১) বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নে বেসরকারী খাতকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের সুযোগ প্রদান। এই লক্ষ্যে বেসরকারী খাতকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও কাঁচামাল আমদানীতে সরকারী বিধিনিষেধ হ্রাসসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান।

(২) বস্ত্র খাতের বিভিন্ন উপখাতে বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার সুষমকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ (বি এম আর ই) এর মাধ্যমে বস্ত্র শিল্পের সার্বিক আধুনিকায়ন করা।

(৩) বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাতে বস্ত্র পণ্যের চাহিদা সরবরাহের ঘাটতি পূরণের জন্য নতুন মিল/ইউনিট/ফ্যাক্টরী স্থাপন করা।

(৪) বেসরকারী খাতে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন উৎসাহিত করা এবং সরকারী খাতের বস্ত্র কলসমূহ বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয়ের পাশাপাশি শেয়ার বিক্রয় ও বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বেসরকারীকরণ ত্বরান্বিত করা।

(৫) স্পেশালাইজড ও পাওয়ারলুম উপখাতের পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করে এই উপখাতের অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা দেশের স্থানীয় ও রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্পের কাপড়ের চাহিদা পূরণ ও সরাসরি বস্ত্র পণ্য রপ্তানীতে নিয়োজিত করা।

(৬) গ্রামীণ হস্তচালিত তাঁত শিল্পকে বিদ্যমান সংকটের হাত থেকে মুক্ত করে এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন এবং কাঁচামাল প্রাপ্তি ও উৎপাদিত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারীভাবে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৭) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নকল্পে আধুনিক পদ্ধতিতে তুঁতচাষ ও গুটি উৎপাদন এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রেশম বস্ত্র উৎপাদন এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রেশম সামগ্রী বিপণনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা।

(৮) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় বস্ত্র পণ্য প্রতিযোগী করে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কাঁচামালের উপর বর্তমানে আরোপিত আমদানী শুল্ক ও রপ্তানী উৎসাহ কাঠামো যুক্তিসঙ্গত ভাবে পুনর্বিন্যাস করা।

(৯) বস্ত্র শিল্পকে দেশের শিল্পোন্নয়নের অগ্রপথিকের ভূমিকা পালনের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে নিরন্তর শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, নকশা উন্নয়ন, গবেষণা পরিচালন, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, এম আই এস ও কম্পিউটার প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে এই শিল্পে নিয়োজিত মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

২.০ বস্ত্র শিল্পের উপখাতওয়ারী বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধানের নীতিমালা ঃ

২.১ স্পিনিং ঃ

বস্ত্র শিল্পের ৪টি মূল পর্যায়ের প্রথমটি হচ্ছে স্পিনিং। দেশে বর্তমানে সর্বমোট ১১৮টি স্পিনিং মিল আছে যার মধ্যে ৩০টি সরকারী মালিকানায় এবং বাকী ৮৮টি বেসরকারী মালিকানায় রয়েছে। দেশে বর্তমানে (১৯৯৪-৯৫) সূতার মোট চাহিদা ৪৬.৭০ কোটি কেজি যার মধ্যে ২০.৭০ কোটি কেজি সূতা স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন এবং বাকী ২৬.০০ কোটি কেজি সূতা রপ্তানীমুখী বস্ত্র উপখাতের জন্য প্রয়োজন। এই বিপুল চাহিদার মাত্র ২১% ভাগ বা ৯.৬৫ কোটি কেজি সূতা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয় । ফলে এই উপখাতে চাহিদা-সরবরাহে বিপুল ঘাটতি রয়েছে যার পরিমাণ বর্তমানে ৩৭.০৫ কোটি কেজি। স্পিনিং উপখাতের প্রধান সমস্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ অত্যন্ত পুরাতন যন্ত্রপাতি (সরকারী ও বেসরকারী খাতের প্রায় ৪৫টি মিল ২৫ বছরের অধিক পুরাতন), বিদ্যুৎ বিভ্রাট, কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা ও কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ আমদানীর উপর উচ্চ হারে আরোপিত শুল্ক, কাঁচামাল অপচয়ের উচ্চহার, যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং সরকারী মিলের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার শ্লথ গতি। স্পিনিং উপখাতের এই সব সমস্যাবলী দূরীকরণ, স্থাপিত ক্ষমতার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং দেশে এই শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত নীতিমালা গ্রহণ করা হবে ঃ

(১) দেশে সূতার বর্তমান চাহিদা ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে বেসরকারী উদ্যোগে নতুন স্পিনিং মিল স্থাপনা উৎসাহিত করা হবে। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও তৈরী পোষাক শিল্পের চাহিদা ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে কমপক্ষে ২৫,০০০ স্পিন্ডল ক্ষমতা সম্পন্ন আনুমানিক ১১৬টি স্পিনিং মিল স্থাপনার সুযোগ দেশে রয়েছে এবং এতে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে আনুমানিক ৪৬৪০ কোটি টাকা।

(২) গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ বর্ষে অর্থাৎ ২০০৫ সালে সূতার ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৭৭.১০ কোটি কেজি, যা স্থানীয়ভাবে পূরণের জন্য একই ক্ষমতা সম্পন্ন আরো ১২৬টি স্পিনিং মিল স্থাপনের প্রয়োজন এবং এতে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০৪০ কোটি টাকা।

(৩) নতুন মিল স্থাপনার পাশাপাশি পুরাতন ও অসংগতি সম্পন্ন (imbalanced) মিলসমূহের স্থাপিত ক্ষমতা ও সার্বিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএমআরই কর্মসূচী বাস্তবায়নে জোর দেয়া হবে।

(৪) সরকারী খাতের স্পিনিং মিলগুলো বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে সরাসরি বিক্রয়ের পাশাপাশি শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থাও থাকবে এবং দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের যৌথ উদ্যোগে উৎসাহিত করা হবে। পুরাতন মিলগুলো পাবলিক লিঃ কোম্পানীতে রূপান্তরিত করে বিটিএমসিকে ভূমি, ভবন ইত্যাদির মূল্যমানের সমান শেয়ার প্রদান করে বেসরকারী উদ্যোক্তাকে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের সমান শেয়ারসহ মিল

ব্যবস্থাপনার সমস্ত দায়িত্ব দেয়া হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য বস্ত্র মন্ত্রণালয় ও বেসরকারীকরণ বোর্ড প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(৫) বিদ্যমান এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত স্পিনিং মিলসমূহে উৎপাদিত সূতার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন, Quality Control ব্যবস্থা জোরদার করণ, মিলে টেষ্টিং ব্যবস্থার প্রচলন ইত্যাদি পদক্ষেপ উৎসাহিত করা হবে।

(৬) মিলগুলোতে অব্যাহত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষ এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

(৭) ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত এবং নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মিলসমূহে নিজস্ব বিদ্যুৎ "জেনারেটর" স্থাপনে সরকারী সহযোগিতা প্রদান করা হবে। দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৮) মিলসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত জাতীয় বস্ত্র প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও ডিজাইন ইনষ্টিটিউটে (National Institute of Textile Training, Research and Design-NITTRAD) বর্তমান সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

(৯) মিলসমূহে উৎপাদন প্রক্রিয়াওয়ারী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী (Process-wise Maintenance Programme) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে।

(১০) দেশীয় বিভিন্ন বস্ত্র পণ্য বিদেশী বস্ত্র পণ্যের সাথে প্রতিযোগী করার লক্ষ্যে শুল্ক ও করের যুক্তিসঙ্গত পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। স্পিনিং উপখাতে ব্যবহৃত প্রাথমিক কাঁচামাল তূলা আমদানীর উপর আরোপিত শুল্ক ও কর ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ভিসকোজ, অন্যান্য কৃত্রিম আঁশ ও পয় (POY) আমদানীর উপর আরোপিত শুল্ক হ্রাস বা যৌক্তিকীকরণ করা হবে।

(১১) সরকারী মিলগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে সংস্থা, মিল ও ফ্লোর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

(১২) সরকারী খাতের মিলের জনবল পর্যালোচনা ও সামঞ্জস্য বিধান করা হবে।

(১৩) কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ আমদানীর ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী মিলগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে সহায়তা করা হবে এবং চলতি মূলধন অর্থায়নের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

২.২ উইভিং ঃ

২.২.১ পাওয়ারলুম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ঃ

বস্ত্র শিল্পের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার নাম উইভিং (বয়ন)। সূতা থেকে গ্রে-কাপড় উৎপাদন করা এই পর্যায়ের কাজ। বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলন অনুযায়ী ১৯৯৪-৯৫ সালে দেশে গ্রে-কাপড়ের সর্বমোট চাহিদা ছিল ৩২৭ কোটি মিটার, যার মধ্যে স্থানীয় চাহিদা ১৪৫ কোটি মিটার এবং রপ্তানী খাতের চাহিদা ১৮২ কোটি মিটার। এই বিপুল পরিমাণ গ্রে-কাপড়ের মধ্যে দেশে উৎপাদিত হয় ১০৪ কোটি মিটার ; এবং বাকী ২২৩ কোটি মিটার বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত গ্রে-কাপড়ের মধ্যে ৩২.৭৫ কোটি মিটার কাপড় উৎপাদিত হয় পাওয়ারলুম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল উপখাতে, যদিও এই খাতের প্রায় ৪০৭১৭ লুমের (যার মধ্যে ৬৭১৭ মিল লুম, ২৬৫৬৮ স্পেশালাইজড লুম ও ৭৪৩২ সাধারণ পাওয়ারলুম) সর্বমোট উৎপাদন ক্ষমতা ৮১.৭৫ কোটি মিটার গ্রে-কাপড়। দেশে বস্ত্রের বিপুল পরিমাণ চাহিদা ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও পাওয়ারলুম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল উপখাতের স্থাপিত ক্ষমতা ব্যবহারের এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার কারণ একাধিক। মিল উপখাতের ৬৭১৭ লুমের অধিকাংশই অত্যন্ত প্রাচীন এবং অপ্রশস্ত; ফলে এই উপখাতে উৎপাদিত কাপড়ের গুণগত মান অত্যন্ত নীচু এবং বাজারে চাহিদা কম। স্পেশালাইজড টেক্সটাইল উপখাতের ইউনিটগুলো বিক্ষিপ্তভাবে স্থাপিত ও প্রতিটি ইউনিট ১০—২০টি লুম সম্পন্ন এবং ব্যাক প্রসেসিং এর কোন সুবিধা নেই। এ ছাড়া এই উপখাতের লুমগুলোর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ সিনথেটিক কাপড় তৈরীর উপযোগী, যা তুলাজাত সূতা বা মিশ্র সূতার কাপড় তৈরীতে অক্ষম। ফলে দেশের রপ্তানীখাতে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এই উপখাতের শতকরা ৭৫ ভাগ লুম অব্যবহৃত পড়ে আছে। সাধারণ পাওয়ারলুম অপ্রশস্ত এবং নিম্ন ও মধ্য মানের গ্রে-কাপড় উৎপাদনে সক্ষম। কারিগরী এসব সমস্যা ছাড়াও সূতার উচ্চ দাম, সূতা আমদানীর উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, কার্যকরী মূলধনের অভাব, বিএমআরই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য পুঁজির অভাব ইত্যাদি এই উপখাতের স্থাপিত ক্ষমতা ব্যবহারের পথে প্রধান অন্তরায়। এই সমস্যার সমাধান ও দেশে বিপুল পরিমাণ চাহিদা ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা গ্রহণ করা হবে ঃ

(১) দেশে গ্রে-কাপড়ের বর্তমান চাহিদা ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে বেসরকারী উদ্যোগে আধুনিক প্রযুক্তির নতুন উইভিং মিল স্থাপনা উৎসাহিত করা হবে। প্রতিটি মিল বার্ষিক ১ কোটি মিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন আনুমানিক ২২৩টি উইভিং মিল স্থাপনের সুযোগ রয়েছে। এতে নতুন বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে ৪৪৬০ কোটি টাকা।

(২) গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ বর্ষে অর্থাৎ ২০০৫ সালে দেশে গ্রে-কাপড়ের চাহিদা ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে আনুমানিক ৪৭৫ কোটি মিটার যা স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য একই ক্ষমতাসম্পন্ন আরো ২৫২টি উইভিং মিল স্থাপন করা প্রয়োজন এবং এতে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০৪০ কোটি টাকা।

(৩) নতুন উইভিং মিল স্থাপনার পাশাপাশি ক্ষুদ্র পাওয়ারলুম ও স্পেশালাইজড ইউনিট-গুলোকে গ্রুপে সংগঠিত করে আর্থিকভাবে লাভবান করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে পুনর্বিন্যাস (Restructuring) কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় ৪টি ইউনিটকে নিয়ে একটি গ্রুপ গঠন করে প্রতিটি ইউনিটে আনুমানিক বার্ষিক ১৫ লক্ষ মিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন লুম স্থাপন করা হবে এবং প্রতিটি গ্রুপভুক্ত চার জন উদ্যোক্তার যৌথ মালিকানায় একটি সাইজিং ও অন্যান্য কমন ফ্যাসিলিটি যন্ত্রপাতি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই কর্মসূচীর প্রাথমিক সাফল্য মূল্যায়ন করে একে ধারাবাহিকভাবে আরো জোরদার করা হবে।

(৪) সূতার উপর আরোপিত শুল্ক হার হ্রাস/যৌক্তিকীকরণ করা হবে। বিশেষ করে কৃত্রিম আঁশ ও কৃত্রিম আঁশের সূতার শুল্ক, তুলা ও তুলাজাত সূতার শুল্কের সঙ্গে তুলনামূলক পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে।

২.২.২ হস্তচালিত তাঁত শিল্পঃ

(ক) তাঁত শিল্পের গুরুত্বঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে হস্তচালিত তাঁত শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কৃষির পরই গ্রামীণ কর্মসংস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষেত্র হ'ল তাঁত শিল্প খাত। প্রায় ৫০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ শিল্পের সাথে জড়িত। তাঁত শিল্প দেশের মোট বস্ত্র উৎপাদনের ৬০—৬৫ ভাগ যোগান দেয়। ১৯৯১ সালের বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁত শিল্প খাতের উৎপাদন ক্ষমতা ১০৫.৫০ কোটি মিটার। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রকৃত উৎপাদন মাত্র ৫৫—৬০ কোটি মিটার।

(খ) তাঁত শিল্পের সমস্যাঃ

দেশের তাঁত শিল্প বর্তমানে নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহের সম্মুখীন ঃ

(১) সূতা ও কাঁচামালের উচ্চমূল্য।

(২) সূতা ও কাপড় প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রয়োজনীয় সূতা, রং ও রসায়নের সময়মত সরবরাহের অভাব।

(৩) উৎপাদিত বস্ত্র নগদ ও ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণে অসুবিধা; বিশেষ করে হস্তচালিত তাঁত শিল্প ইউনিটগুলো আকৃতিগতভাবে ক্ষুদ্র ও অসংঘবদ্ধ হওয়ায় তৈরী পোষাক রপ্তানীকারকদের চাহিদা মোতাবেক বিপুল পরিমাণ সমমানের বস্ত্র নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহে ব্যর্থতা।

(৪) সহজ শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে চলতি মূলধনের অভাব ও মূলধনের জন্য মহাজনদের উপর নির্ভরশীলতা।

(৫) ঋণ দানের ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা না থাকায়, তাঁতীরা সূতাসহ অন্যান্য উপকরণ ক্রয় এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রে মহাজন ও ফড়িয়াদের নিকট থেকে অধিক হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করছে।

(৬) প্রশিক্ষণের অভাবে অধিক উৎপাদনশীল আধা-স্বয়ংক্রিয় (Semi-automatic) ও বিদ্যুৎচালিত তাঁত চালনায় তাঁতীদের অক্ষমতা ও গতানুগতিক উৎপাদনে নিয়োজিত থাকা।

(৭) তাঁতীদের সুষ্ঠু সংগঠনের অভাব।

উপরোক্ত সমস্যাসমূহের ফলশ্রুতিতে তাঁত বস্ত্র বাজারে অপ্রতিযোগী হয়ে পড়েছে এবং অবৈধ উৎস থেকে আসা বস্ত্রে দেশীয় বাজার ছেয়ে গেছে। দক্ষ তাঁতীরা বেকার হয়ে পড়েছে এবং দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ তাঁত বন্ধ হয়ে গেছে ও তাঁতী পরিবারগুলো চরম আর্থিক সংকটের কবলে পড়েছে।

(গ) তাঁত শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতিমালা ঃ

তাঁত শিল্পের পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং উন্নয়ন ও তাঁতীদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেঃ

(১) তাঁত বস্ত্রের মূল কাঁচামাল সকল প্রকার সূতার উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিদ্যমান ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে। এর পরিবর্তে প্রকৃত মূল্যের উপর ভিত্তি করে সূতার শুল্ক নিরূপণ করা হবে। এতে তাঁত শিল্পের মূল কাঁচামাল সূতার দাম উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে।

(২) দেশে তাঁত শিল্পে ব্যবহৃত রং, রসায়ন ও জরি উৎপাদিত হয়না। হস্তচালিত তাঁত শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত রং, রসায়ন ও জরির উপর বর্তমানে আরোপিত আমদানী শুল্ক ও কর হ্রাস/সুষমকরণ করা হবে।

(৩) কৃত্রিম আঁশের সূতার উপর আরোপিত শুল্ক হার পর্যায়ক্রমে তুলাজাত সূতার পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে।

(৪) বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানীর উপর বিদ্যমান ২.৫% লাইসেন্স ফি প্রত্যাহার করা হবে। এতে আমদানীকৃত কাঁচামালের খরচ হ্রাস হবে।

(৫) তাঁতীদের ঋণের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে নিবিড় তত্ত্বাবধানে তাঁত ঋণ কর্মসূচীর (Supervised Credit System) প্রবর্তন করা হবে। তাঁতীদের হস্তচালিত তাঁত শক্তিচালিত তাঁতে রূপান্তর করা এবং তাঁত ও তাঁতের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য মেয়াদী ঋণ ও কার্যকরী মূলধনের জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদানই হবে এই ঋণ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।

(৬) তাঁত বস্ত্রের বয়ন ও নকশা উন্নয়নে এবং পিট তাঁতের পরিবর্তে আধা-স্বয়ংক্রিয় তাঁত এবং শক্তিচালিত তাঁত প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে তাঁতীদের কর্ম দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হবে। তাঁতীদের যাতে স্ব স্ব এলাকায় প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, সেজন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ও বস্ত্র দপ্তরের অধীনস্থ প্রশিক্ষণ ইউনিটগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে বিভিন্ন স্থানের তাঁতীদের উন্নত তাঁত প্রযুক্তি ও তাঁত বস্ত্র বুনন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(৭) বাংলাদেশে রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্পে বছরে প্রায় ১১ কোটি মিটার চেক কাপড় ব্যবহৃত হয়। ইতিমধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক ২৫% ক্যাশ ভর্তুকী সুবিধা পেয়ে চেক কাপড় উৎপাদনের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। "গ্রামীণ চেক" নামে পরিচিত এই প্রকল্পের কাপড়ের গত বছরের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ মিটার ; অবশিষ্ট চেক কাপড় ভারত/পাকিস্তান থেকে আমদানী করা হচ্ছে। পাঁচ লক্ষাধিক তাঁতবিশিষ্ট এ দেশে চেক কাপড় উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো রয়েছে। এ অবকাঠামো ব্যবহার করে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড দেশীয় তাঁতীদের সংগঠিত করে "ঢাকা চেক" নামে চেক কাপড় উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্পে "গ্রামীণ চেক" ও "ঢাকা চেক" কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসরকারী খাতে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার অলস তাঁত সক্রিয় করা হবে যার ফলশ্রুতিতে প্রায় ৩.৬৫ লক্ষ তাঁতীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

(৮) গ্রামীণ দরিদ্র তাঁতী এবং মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বিদ্যমান অবকাঠামোর পূর্ণ ব্যবহার করা হবে এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(৯) যে সব দক্ষ তাঁতীদের এক বা একাধিক তাঁত বন্ধ হয়ে রয়েছে, তাদের "টার্গেট গ্রুপ" হিসাবে চিহ্নিত করে ঋণ প্রদান, ন্যায্যমূল্যে সূতা প্রদান ও বস্ত্র বিপণনের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(১০) পার্বত্য চট্টগ্রামের তাঁতীদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(১১) তাঁতীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁত সম্প্রসারণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

(১২) তাঁতীদের উন্নতমানের বস্ত্র উৎপাদনে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের পুরস্কার, সম্মানসূচক সনদ ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

(১৩) তাঁত শিল্পজাত পণ্য জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে নানা ধরণের প্রদর্শনী, বিপণন কর্মসূচী, ক্রেতা-বিক্রেতা মিলন ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

(১৪) উন্নতমানের জামদানী ও বেনারসী কাপড়ের উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শিল্প নগরী স্থাপন, বিপণন ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন, ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৩ **ডাইয়িং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং শিল্প ঃ**

আকর্ষণীয় ও উন্নতমানের রং, ডিজাইন ও ফিনিশিং-এর উপর বস্ত্রের বিপণন নির্ভরশীল। দেশের বস্ত্র চাহিদার উৎসগুলো হলোঃ স্থানীয় বাজার, আন্তর্জাতিক বাজার ও দেশীয় রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্প। বিভিন্ন উৎসের গুণাগুণভিত্তিক চাহিদা পূরণে দেশীয় বস্ত্রকে উপযোগী করে তুলতে ডাইয়িং ও ফিনিশিং শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে বিদ্যমান ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং শিল্প এবং হস্তচালিত তাঁত শিল্প থেকে বর্তমানে সর্বমোট ১০৪.০০ কোটি মিটার কাপড়ের চাহিদা মিটানোর পর ফিনিশড কাপড়ের চাহিদা ঘাটতি রয়েছে ২২৩.০০ কোটি মিটার। দেশের স্বয়ংক্রিয় ও আধা-স্বয়ংক্রিয় ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিটসমূহের মধ্যে সীমিত সংখ্যক ইউনিট আন্তর্জাতিক মানের ও বাকী ইউনিটগুলো কেবলমাত্র সাধারণ মানের বস্ত্র প্রক্রিয়াজাত করণে সক্ষম। এই বিপুল পরিমাণ বস্ত্র ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং করার জন্য ১৯৯৪-৯৫ সালের মধ্যে প্রতিটি ১.০০ কোটি মিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ২২৩টি ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং কারখানা স্থাপন করা প্রয়োজন এবং এতে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে ২২৩০ কোটি টাকা। গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নের প্রান্তিক বছরে অর্থাৎ ২০০৫ সালে ৪৭৫ কোটি মিটার ফিনিশড কাপড়ের যা স্থানীয়ভাবে মেটানোর জন্য একই ক্ষমতাসম্পন্ন অতিরিক্ত ২৫২টি ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং কারখানা স্থাপন করা দরকার এবং এতে নতুন বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে ২৫২০ কোটি টাকা।

বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয় ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিটসমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বস্ত্র প্রক্রিয়ার জন্য পর্যাপ্ত সুবিধাদি না থাকায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বস্ত্র প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে উন্নতমানের বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মানের সূতা ও গ্রে কাপড় স্থানীয় স্পিনিং ও উইভিং কারখানাগুলো প্রযুক্তিগত পশ্চাদপদতা ও অন্যান্য কারণে সরবরাহ করতে পারছে না। ফলে ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিটগুলো আমদানীকৃত উন্নতমানের গ্রে-কাপড়ের উপর নির্ভরশীল। রপ্তানীর উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যও এসব ইউনিট গ্রে-কাপড়ের উপর নানা ধরণের বিধি-নিষেধের সম্মুখীন।

ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং শিল্পকে যুগোপযোগী করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে ঃ

(১) আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নতুন ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিট স্থাপন করা হবে।

(২) বিদ্যমান ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিটসমূহ আধুনিকায়ন করার জন্য বি, এম, আর, ই করা হবে।

(৩) দেশে উন্নতমানের প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্রে-কাপড় উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রপ্তানীর উদ্দেশ্যে "বন্ডেড ওয়্যার হাউস" ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রে-কাপড় ও রং-রসায়নের বাফার-স্টক গঠন করে ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং শিল্পের কাঁচামালের অভাব পূরণ করা হবে।

(৪) রপ্তানীমুখী ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিটের জন্য গ্রে-কাপড় আমাদানীর ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ তুলে নেয়া হবে।

(৫) নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ ও চলতি মূলধন অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

(৬) ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং রং-রসায়নের উপর বিদ্যমান শুল্ক প্রত্যাহার করা।

২.৪ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিল ঃ

দেশে উন্নতমানের বস্ত্র উৎপাদন ও সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে একই ইউনিটে স্পিনিং, উইভিং ও ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং সুযোগসহ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিল স্থাপন করা প্রয়োজন। এই ধরণের ইউনিটসমূহ স্থাপনে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দেয়া হবে।

২.৫ নীটিং ও হোসিয়ারী শিল্প ঃ

অধুনা নীটিং ও হোসিয়ারী পণ্য যেমন—টি-শার্ট, পলো শার্ট, গেঞ্জী, জাঙ্গিয়া, ব্রেসিয়ার, প্যান্টি ইত্যাদি পণ্য প্রধানতঃ তৈরী পোষাক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অধিকন্তু নীট বস্ত্রের ব্যবহার রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্পে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য কিছু সংখ্যক রপ্তানীমুখী নীটিং ও নীট ডাইয়িং-ফিনিশিং ইউনিট গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া সনাতন প্রযুক্তি সম্বলিত বেশ কিছু সংখ্যক হোসিয়ারী কারখানাও রয়েছে।

রপ্তানীমুখী নীটিং কারখানাসমূহের বেশ কিছু সংখ্যক ইউনিটে বস্ত্র বুনন ও প্রক্রিয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত সুবিধাদি না থাকায় আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন নীট বস্ত্র প্রক্রিয়াজাতকরণে অসুবিধা হচ্ছে। অধিকন্তু, বিদ্যমান সনাতন হোসিয়ারী কারখানাসমূহ কতকগুলো সমস্যার সম্মুখীন যেমন—প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা, উন্নতমানের কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা, ডাইয়িং ও ফিনিশিং-এ সনাতন প্রযুক্তির ব্যবহার, চলতি মূলধনের অভাব ইত্যাদি।

এমতাবস্থায় নীটিং ও হোসিয়ারী শিল্পের যথাযথ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঃ

(১) বিদ্যমান নীটিং, নীট ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ও হোসিয়ারী কারখানাসমূহের বি, এম, আর, ই-এর মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হবে ও এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পুঁজি ও চলতি মূলধনের অর্থায়ন সহজতর করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।

(২) রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নতুন নীটিং ও নীট ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিট স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

(৩) দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতমানের হোসিয়ারী সূতা উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রপ্তানীর উদ্দেশ্যে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধার মাধ্যমে সূতা আমদানীর সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

(৪) এ উপখাতের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে নীটিং ও হোসিয়ারী কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় নতুন নীটিং ও হোসিয়ারী ইউনিট স্থাপনের জন্য পৃথক হোসিয়ারী এস্টেট স্থাপন করা হবে।

২.৬ রেশম চাষ ও রেশম শিল্প ঃ

২.৬.১ ভূমিকা ও বর্তমান অবস্থা ঃ

দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রেশম চাষের প্রচলন অধিক। দেশে প্রায় চার হাজার হেক্টর জমিতে তুঁত চাষ হচ্ছে এবং মোট এক লক্ষ পয়ষট্টি হাজার সদস্যের প্রায় উনত্রিশ হাজার পরিবার তুঁত চাষের সাথে সম্পৃক্ত। গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীর মহিলারা রেশম শিল্পে নিয়োজিত জনশক্তির উল্লেখযোগ্য অংশ। এই শিল্প শ্রম নিবিড় ও এর মূল্য সংযোজনের হার বেশী। বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নানা

ধরণের সমস্যা ও প্রতিকূলতার কারণে দেশে রেশম গুটি, সূতা এবং কাপড় উৎপাদন বর্তমানে যথাক্রমে ৮.০০ লক্ষ কিলোগ্রাম, ৩৯ হাজার কিলোগ্রাম এবং ৬.৪৭ লাখ মিটার অতিক্রম করেনি। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রেশম বস্ত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ একান্ত আবশ্যক।

২.৬.২ রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ ঃ

(১) দেশে আবাদী জমির সীমাবদ্ধতার কারণে এবং বেশীর ভাগ সমতল ভূমিতে তুঁত চাষ অন্যান্য ফসলের তুলনায় লাভজনক নয়, ফলে তুঁত চাষ আশানুরূপভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে না।

(২) গবেষণার অভাবে দেশের কোন্ কোন্ অঞ্চলে তুঁত চাষ লাভজনক তা সুনির্দিষ্টভাবে এখনো নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি, ফলে তুঁত চাষের যথাযথ সম্প্রসারণ বিঘ্নিত হচ্ছে।

(৩) তুঁত চাষ সম্প্রসারণের শ্লথ গতির জন্য রেশম গুটি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না।

(৪) পলুবীজ সমস্যা রেশম চাষ সম্প্রসারণের বিশেষ অন্তরায়। যদিও দেশের একমাত্র রেশম গবেষণাগার কিছু উন্নত প্রজাতির পলুবীজ উদ্ভাবন করেছে, তবু আরো উন্নতমানের বীজ উদ্ভাবন এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য একান্ত আবশ্যক।

(৫) পলুবীজ থেকে গুটি উৎপাদনে সনাতন পদ্ধতিতে রিয়ারিং করা হয় বিধায় প্রয়োজনীয় মানের গুটি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। তাই উন্নতমানের গুটি উৎপাদনের জন্য বিদেশী প্রযুক্তিগত সহায়তা একান্ত আবশ্যক। অনুরূপভাবে দেশে উৎপাদিত রেশমগুটির বেশীরভাগই সনাতন পদ্ধতি "কাঠঘাই" দ্বারা সূতা উৎপাদন হয় বিধায় সূতার গুণগতমান বৃদ্ধি পায় না।

(৬) রেশম কারখানায় বিশেষ করে সরকারী খাতে পরিচালিত কারখানাসমূহে সূতা উৎপাদনে পরিচালন ব্যয় অধিক হওয়ায় এ সব কারখানা প্রচুর লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।

(৭) দেশে দক্ষ রেশমকর্মীর স্বল্পতার কারণে রেশম শিল্পের আশানুরূপ সম্প্রসারণ হচ্ছে না।

২.৬.৩ রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উন্নয়নে নীতিমালা ঃ

বর্ণিত বিদ্যমান সমস্যাসমূহ উত্তরণ এবং রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে ঃ

(১) অনাবাদী ভূমি, পুকুরপাড়, রাস্তা এবং বাঁধের ধার, অনুচ্চ পাহাড় ইত্যাদিতে তুঁত চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

(২) তুঁতচাষ এবং পরিবেশ উন্নয়নের সমন্বিত প্রয়াস হিসাবে দেশের অব্যবহৃত বাঁধ অঞ্চল, দেশের অসমতল পাহাড়ী পূর্বাঞ্চল এবং লোনা প্রধান উপকূলবর্তী দক্ষিণাঞ্চলে নিবিড় তুঁতচাষের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(৩) রাজশাহী বিভাগের নবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট অঞ্চলে ও অন্যান্য নতুন অঞ্চলসমূহে উন্নত পদ্ধতিতে তুঁত এবং পলুপালন করে কাঙ্খিত মানের গুটি উৎপাদনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(৪) দেশের কোন্ কোন্ অঞ্চলে তুঁতচাষ সম্প্রসারণ অধিকতর লাভজনক তা সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণের জন্য নিবিড় গবেষণা কর্মসূচী জোরদার করা হবে।

(৫) রেশম সুতার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান "কাঠঘাই" পদ্ধতির পাশাপাশি উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবনে জোর প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

(৬) সরকারী খাতের রেশম কারখানাসমূহে সূতা উৎপাদন লাভজনক নয় বিধায় এসব কারখানার বিদ্যমান রীলিং সেকশন বন্ধ করে উন্নততর পদ্ধতিতে সূতা উৎপাদন করা হবে।

(৭) রাজশাহীস্থ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আরও উন্নত প্রজাতির পলুবীজ ও গুটি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় বিদেশী প্রযুক্তির সহায়তাক্রমে নিবিড় গবেষণা পরিচালনার করার সুবিধা প্রদান করা হবে।

(৮) উন্নতমানের রেশম বস্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্যে রেশম কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৯) রেশম শিল্প সম্প্রতি বেসরকারী খাতে, বিশেষ করে NGO দের সহযোগিতায়, সারা দেশে বিস্তৃত হয়েছে। রেশম চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সাহায্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। দেশের রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে রেশম বোর্ডে NGO এবং বেসরকারী খাতের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তিসহ অন্যান্য পরিবর্তন সাধন ও পুনর্গঠন করা হবে।

২.৭ তৈরী পোষাক শিল্প ঃ

তৈরী পোষাক শিল্প দেশের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী বস্ত্র উপখাত। ১৯৭৭-৭৮ সালে যাত্রা শুরু করে ১৯৯৪-৯৫ নাগাদ তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২০০ এ। এ শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের পেছনে রয়েছে দেশের সস্তা ও সুদক্ষ জনশক্তি, কারখানা স্থাপনে স্বল্প বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা, অবাধ রপ্তানীর সুযোগ-সুবিধা, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

বর্তমানে এ শিল্পের জন্য বস্ত্রের চাহিদা প্রায় ২০০ কোটি মিটার। এ বিপুল পরিমাণ বস্ত্রের চাহিদার মাত্র ৪-৫ শতাংশ দেশে উৎপাদিত বস্ত্র দ্বারা পূরণ করা হচ্ছে। দেশের উইভিং, স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ও পাওয়ারলুম, নীটিং, ডাইয়িং ও ফিনিশিং প্রভৃতি উপখাতে প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সমস্যার কারণে তৈরী পোষাক শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী সময়মত উপযুক্ত পরিমাণে উন্নতমানের দেশীয় বস্ত্র সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্পের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের ৯৫% শতাংশেরও বেশী ব্যাক-টু-ব্যাক এল, সি'র মাধ্যমে আমদানী করতে হয় বিধায় এ শিল্প থেকে মূল্য সংযোজনের হার ২০-২৫ শতাংশের বেশী নয়।

রপ্তানীমুখী বস্ত্র শিল্প বিগত দশকে যে দ্রুত প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করেছে তার পেছনে একদিকে যেমন সরকারের অনুকূল নীতিমালা ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের নিরলস প্রচেষ্টা কার্যকর ছিল, অন্যদিকে তেমনি উন্নত দেশসমূহের কোটা, জিএসপি ইত্যাদি

শর্তাদিও সহায়তা করেছে। কিন্তু ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত গ্যাট চুক্তি (GATT) বাস্তবায়নের ফলে এমএফএ-এর আওতাধীনে উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বস্ত্র পণ্যের রপ্তানীর উপর আরোপিত কোটা ২০০৫ সাল নাগাদ পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে। অনুরূপভাবে, অনুন্নত বিশ্বের রপ্তানীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উন্নত বিশ্ব কর্তৃক প্রদত্ত জিএসপি সুবিধাসমূহও তিরোহিত হয়ে যাবে। তাই ২০০৫ সালের পর অন্যান্য অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশকে সরাসরি প্রতিযোগিতা করে তৈরী পোষাক রপ্তানী করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সব দেশ থেকে কাপড় আমদানী করা হয়, ২০০৫ সালের পরে সে সব দেশে নিজস্ব কাপড় ব্যবহার করে পোষাক রপ্তানীতে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কাপড় রপ্তানীকারী দেশগুলো থেকে তৈরী পোষাক রপ্তানী বৃদ্ধি পেলে তাদের রপ্তানীযোগ্য কাপড়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে। তখন বাংলাদেশে তৈরী পোষাকের জন্য কাপড় আমদানীতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে এবং আমদানীকৃত কাপড় দিয়ে তৈরী পোষাকের প্রতিযোগিতা টিকিয়ে রাখা দুঃষ্কর হবে। এমতাবস্থায় স্থানীয়ভাবে বস্ত্র সংগ্রহে ব্যর্থ হলে দেশের তৈরী পোষাক শিল্প গভীর সংকটের সম্মুখীন হবে।

এ শিল্পের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে ঃ

(১) আমদানী নির্ভরশীলতা হ্রাস, উন্নতমানের দেশীয় বস্ত্র সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও তৈরী পোষাক রপ্তানী থেকে অধিকতর মূল্য সংযোজনের উদ্দেশ্যে বস্ত্র খাতের বিভিন্ন উপখাতের সাথে তৈরী পোষাক শিল্পের পশ্চাৎ-সংযোগ সাধন করা হবে।

(২) তৈরী পোষাক শিল্পের মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ করে ঢাকা চেক/গ্রামীণ চেকের ব্যবহারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(৩) গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্পে বিদ্যমান কোটা, জিএসপি ইত্যাদি সুবিধা বিলুপ্তি সংক্রান্ত সমস্যা থেকে এই শিল্পকে রক্ষাকল্পে স্থানীয় বস্ত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি, রপ্তানী পোষাক শিল্প পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ও রপ্তানী বাজারের পরিধি বিস্তৃত করা (Diversification of exportable items and of export market) ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(৪) দেশে উৎপাদিত তৈরী পোষাকের কোটা বহির্ভূত উচ্চ মূল্য সংযোজন সম্পন্ন আইটেম উৎপাদনের লক্ষ্যে বিদ্যমান কারখানাসমূহের বি, এম, আর, ই ও নূতন ইউনিট স্থাপনে সুযোগ দেয়া হবে।

(৫) তৈরী পোষাক রপ্তানী কোটা বন্টন নীতিমালায় বিদেশী কাপড়ের কোটার ন্যায় স্থানীয় কাপড়ের কোটা হস্তান্তরযোগ্য করা হবে।

৩.০ বস্ত্র শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য নীতিমালা ঃ

৩.১ বস্ত্র-সংশ্লিষ্ট (Allied) উপখাত ঃ

বস্ত্র ও পোষাক নানা ধরণের বস্ত্র-সংশ্লিষ্ট (Allied) পণ্যের উৎপাদনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন—সূতাকল ও বস্ত্রকলের উৎপাদন নির্ভর করে খুচরা যন্ত্রাংশ ও একসেসরিজ সরবরাহের উপর ; ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং শিল্পের উৎপাদন নির্ভর করে স্টার্চ, ব্লিচিং এক্সেসরিজ, রং ও রসায়নের সরবরাহের উপর ; পোষাক শিল্পের উৎপাদন নির্ভর করে সেলাই সূতা, বোতাম, লেবেল, কার্টুন, জিপার, ইলাষ্টিক ইত্যাদি সরবরাহের উপর। তাছাড়া ভোক্তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বস্ত্রনির্ভর অনেক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে যেমন—বাটিক ও লেস শিল্প। বস্ত্র-সংশ্লিষ্ট এই উপখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত নীতিমালা গ্রহণ করা হবে ঃ

অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন/সাশ্রয়ের লক্ষ্যে দেশে এসব বস্ত্র-সংশ্লিষ্ট উপখাতে বস্ত্র শিল্প ইউনিট স্থাপনে বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করা হবে।

৩.২ বস্ত্র শিল্পের কাঁচামাল ঃ

দেশের বস্ত্র শিল্পের প্রধান উপকরণ কাঁচাতুলা। দেশে উৎপাদিত কাঁচাতুলা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। অন্যান্য ফসলের তুলনায় কাঁচাতুলা সীমিত পরিমাণে উৎপাদিত হয় বিধায় তুলা উৎপাদন লাভজনক ফসল হওয়া সত্ত্বেও এখনও জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। তবে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জমির বৈশিষ্ট্য এ ফসল উৎপাদনের উপযোগী। এ সকল কারণে বাংলাদেশে এ ফসলের উৎপাদন সম্ভাবনাময়। তবে দেশের খাদ্য চাহিদা মিটানোর জন্য বিদ্যমান উৎপাদনক্ষম জমির উপর যে চাপ পড়ছে তাতে তুলা উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং, তুলা চাষ সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কৃত্রিম আঁশের উৎপাদন করা প্রয়োজন।

দেশে উৎপাদিত কাঁচাতুলা দ্বারা দেশীয় বস্ত্র শিল্পের মোট চাহিদার মাত্র ৪-৫ শতাংশ পূরণ করা হয়। দেশে কৃত্রিম আঁশের উৎপাদনও খুব সীমিত। ফলশ্রুতিতে দেশীয় বস্ত্র শিল্প কাঁচামালের জন্য আমদানী-নির্ভর রয়ে গেছে। তাতে একদিকে যেমন কাঁচামাল আমদানীতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে আমদানী নির্ভরতার কারণে দেশীয় বস্ত্র পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশীয় বস্ত্র বিদেশী বস্ত্র পণ্যের সাথে অপ্রতিযোগী হয়ে পড়েছে।

বস্ত্র শিল্পের কাঁচামালের আমদানী নির্ভরশীলতা হ্রাস করে দেশীয় বস্ত্র পণ্যকে স্থানীয় আন্তর্জাতিক বাজারে বিদেশী বস্ত্র পণ্যের সাথে প্রতিযোগী করে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে কাঁচামাল উৎপাদনে নিম্নোক্ত প্রচেষ্টা নেয়া হবে ঃ

(১) বর্তমানে তুলা উৎপাদন কর্মসূচী অধিকতর জোরদার করার মাধ্যমে দেশে তুলা চাষ উপযোগী বিভিন্ন এলাকায় তুলা চাষের সম্প্রসারণ করা হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে উন্নতমানের তুলা বীজ আমদানীর ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(২) তুলাচাষ সম্প্রসারণের পাশাপাশি কৃত্রিম আঁশ উৎপাদনে নূতন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং দেশীয় পেট্রো-কেমিকেল শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে কৃত্রিম আঁশ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩.৩ বস্ত্রখাতে কর্মসংস্থান ঃ

৩.৩.১ কর্মসংস্থান ঃ

বস্ত্রখাতে বর্তমানে ৩৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত। ২০০৫ সালের জন্য যে বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা হলে বস্ত্র শিল্পে আরো ২৫ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৩.৩.২ মহিলা শ্রমিক ঃ

দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই মহিলা। দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের সম্পৃক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে বস্ত্রখাতে প্রায় ৫০ ভাগ মহিলা শ্রমিক। এর মধ্যে তৈরী পোষাক শিল্পে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা সর্বাধিক (৯৫%)। ভবিষ্যতে বস্ত্র শিল্পে মহিলাদের নিয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকল্পে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৩.৪ ট্যারিফ কাঠামো ও রপ্তানী উৎসাহ ঃ

৩.৪.১ ট্যারিফ কাঠামো ঃ

বাণিজ্য নীতি দেশের শিল্পায়নে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ষাটের দশকে শিল্পায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার লগ্ন থেকে দেশের অন্য যে কোন আমদানী প্রতিস্থাপন শিল্পের ন্যায় বস্ত্র শিল্প সংরক্ষিত বাণিজ্য নীতি অর্থাৎ উচ্চহারে আমদানী শুল্ক, কর ও পরিমাণগত আমদানী নিরাপত্তার ছত্র-ছায়ায় গড়ে উঠেছে।

বস্ত্রখাতে বর্তমান বাণিজ্য নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঃ (১) আমদানী পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যাতে দেশীয় আমদানী প্রতিস্থাপন শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং (২) আমদানী নীতির ফলে রপ্তানীমুখী শিল্পের উপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা পূরণ করার জন্য রপ্তানী শিল্পকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা। আমদানী নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার চারটি ঃ (১) আমদানীর উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেমন—আমদানী নিষিদ্ধ কোটা প্রবর্তন ইত্যাদি পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা, (২) আমদানীর উপর শুল্ক ও কর যেমন—বর্তমানে আমদানী শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ও আমদানী লাইসেন্স ফি আরোপিত আছে, (৩) আমদানী পণ্যের ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণ এবং (৪) আমদানী নীতিতে বস্ত্র পণ্যের একটি নিয়ন্ত্রণ তালিকা আছে, নিয়ন্ত্রণ তালিকা বহির্ভূত যে কোন বস্ত্র পণ্য অবাধে আমদানীযোগ্য, নিয়ন্ত্রণ তালিকায় কিছু বস্ত্র পণ্য আছে যেগুলোর আমদানী নিষিদ্ধ।

দেশীয় বস্ত্র শিল্পকে প্রটেকশন দেয়ার জন্য যে পরিমাণ আমদানী শুল্ক আরোপ করা হয়েছে তা কার্যকরীভাবে প্রটেকশন দিতে পারেনি। বস্ত্র শিল্পের অদক্ষতা হ্রাস ও বস্ত্র রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে, আমদানী শুল্ক ও কর কাঠামোর একটি যুক্তিসঙ্গত রূপদান করা

হচ্ছে। এছাড়া আমদানী অবাধ করার লক্ষ্যে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আমদানীর উপর পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা হচ্ছে। তবু বিদ্যমান শুল্ক ও কর কাঠামোতে নানা ধরণের অসঙ্গতি রয়েছে, যা দূর করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ বিবেচনা করা হবে ঃ

(১) দেশীয় বস্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোপযুক্ত প্রটেকশন দেয়া হবে। এজন্য আমদানীর পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা আমদানী শুল্ক কার্যক্রমকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়া হবে।

(২) বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ যথা কাঁচাতুলা, কৃত্রিম আঁশ, রং, রসায়ন, খুচরা যন্ত্রাংশ, সূতা, গ্রে-ফেব্রিক্স, ফিনিশড ফেব্রিক্স, তৈরী পোষাক ইত্যাদির উপর আরোপিত শুল্ক কাঠামো যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে, যাতে একটি উপখাতের সংরক্ষণ সুবিধা অন্য উপখাতের প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত না করে এবং যাতে প্রাথমিক কাঁচামালের উপর আমদানী শুল্ক মাধ্যমিক কাঁচামালের উপর আরোপিত শুল্কের চেয়ে এবং মাধ্যমিক কাঁচামালের উপর আমদানী শুল্ক, ফিনিশড পণ্যের উপর আরোপিত আমদানী শুল্কের চেয়ে কম হয় এবং ফলশ্রুতিতে উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে উত্তরোত্তর মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি পায়।

(৩) আমদানী প্রতিস্থাপন ও রপ্তানীমুখী বস্ত্র শিল্পসমূহকে সমভাবে সংরক্ষণ করার জন্য শিল্প সংরক্ষণ নীতির সুসংহত ও সুষমকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.৪.২ **বস্ত্র পণ্য রপ্তানীতে উৎসাহ কাঠামো ঃ**

রপ্তানীমুখী বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে শিল্পের অবদান প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ। এ খাতের রপ্তানী আয় আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত উৎসাহ প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হবে।

(১) বস্ত্রখাতের প্রত্যেকটি উপখাতে স্থাপিত রপ্তানীমুখী বস্ত্র ইউনিটকে "বন্ডেড ওয়্যার হাউজ" এর মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানীর সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২) ডিউটি-ড্র- ব্যাক স্কীমের প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনে, ড্র-ব্যাক প্রাপ্তিতে অহেতুক কালক্ষেপন হ্রাস এবং ড্র-ব্যাক যাতে প্রকৃত পেমেন্টের চেয়ে কম না হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

(৩) বন্ডেড ওয়্যার হাউজ ও ডিউটি-ড্র-ব্যাক সুবিধা গ্রহণ না করা হলে, রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক উৎপাদনে ব্যবহৃত স্থানীয় বস্ত্রের উৎপাদনকারীকে এবং সরাসরি বস্ত্র উৎপাদনকারী রপ্তানীকারককে বর্তমানে বস্ত্রের রপ্তানী মূল্যের ২৫% আর্থিক উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সুবিধার আওতায় আরও অধিক সংখ্যক বস্ত্র পণ্য অন্তর্ভুক্ত করে, আর্থিক উৎসাহের পরিমাণ প্রয়োজনবোধে বৃদ্ধি করা হবে।

৩.৫ **দেশীয় বস্ত্র পণ্যকে প্রতিযোগী করে তোলা ঃ**

দেশীয় বস্ত্র পণ্যকে বিদেশী বস্ত্র পণ্যের সাথে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী করে তোলার লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যয় সংকোচন, উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়ন, কাঁচা মাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কাঁচামালের অপচয় রোধ, উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ প্রয়োজনীয় সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩.৬ **বস্ত্র পণ্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের ব্যবস্থা ঃ**

স্থানীয় বস্ত্র শিল্প সংরক্ষণের লক্ষ্যে বস্ত্র পণ্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণঃ

(১) অবৈধ উপায়ে আমদানীকৃত সূতা ও কাপড় দেশের বস্ত্র শিল্পের সুষ্ঠু পরিচালনা ও সম্প্রসারণের জন্য একটি বাধাস্বরূপ। স্থানীয় বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে সূতা ও কাপড়ের অবৈধ অনুপ্রেবেশ প্রতিরোধকল্পে সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

(২) দেশে উৎপাদিত বস্ত্র সম্ভার জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি গণমাধ্যমের সাহায্যে প্রচারণা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

(৩) রপ্তানীর লক্ষ্যে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানীকৃত কাপড় বন্ডেজ ওয়্যার হাউজ থেকে অবৈধভাবে বাজারে সরবরাহ যাতে না করা হয় সে জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথোপযুক্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩.৭ **প্রশিক্ষণ, টেস্টিং ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঃ**

(১) দেশে বস্ত্র শিল্পের কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। বস্ত্র শিল্পে ডিপ্লোমা স্তরে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে। বস্ত্র শিল্পে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ, গার্মেন্টস্ শিল্পের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে এবং এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের সুবিধার্থে বস্ত্র পরিদপ্তরকে পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করা হবে।

(২) দেশীয় বস্ত্র পণ্যকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকরী বস্ত্র শিল্পে নিয়োজিত জনবলের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জোরদার করার জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে ঃ

(ক) সরকারী ও বেসরকারী খাতের প্রয়োজনে বস্ত্র শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্রকে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করে "জাতীয় বস্ত্র নকশা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান" (National Institute of Textile Training Research and Design-NITTRAD) হিসাবে উন্নীত করার প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। এ কেন্দ্রের বিদ্যমান ব্যবস্থার (যথাঃ অনুষদ, গবেষনাগার, গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণ) উন্নয়ন সাধন, বস্ত্র ও তৈরী পোশাকের নকশা প্রণয়ন এবং ফ্যাশন ও তদসম্পর্কিত নানারূপ গবেষণামূলক সুবিধাদির কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ ইনষ্টিটিউটে বস্ত্র শিল্পে নিয়োজিত সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ ও বস্ত্র সম্পর্কিত গবেষণার প্রয়োজনীয় কারিগরী সুযোগ সুবিধা থাকবে।

(খ) বস্ত্র শিল্প পণ্যের (বিশেষ করে সূতা, কাপড়, রং-রসায়ন ইত্যাদি) টেস্টিং এর উন্নত সুযোগ সুবিধাসহ ল্যাবরেটরি NITTRAD এ স্থাপন করা হবে। এই ল্যাবরেটরি থেকে রপ্তানীমুখী বস্ত্র পণ্যের সকল প্রকার টেষ্টিং সার্ভিস প্রদানের সুব্যবস্থা করা হবে।

(গ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এবং বস্ত্র পরিদপ্তর কর্তৃক স্ব স্ব প্রশাসনাধীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তাঁতী, রঞ্জনকারক, নকশাকার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ সুবিধাদির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) অনুরূপভাবে, রেশম চাষ ও শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত তুঁতচাষী, গুটিপোকা পালনকারী, তাঁতী, নকশা ও রঞ্জনকারী অন্যান্য সকলের প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের অধীনস্থ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ সুবিধাদির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

৩.৮ গ্যাট সেল এবং গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নে টাস্ক ফোর্স ঃ

১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত গ্যাট চুক্তির অধীনে টেক্সটাইল ও ক্লোদিং চুক্তির (Agreement on Textiles and Clothing) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বস্ত্র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে। বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ট্যারিফ কমিশন, বিনিয়োগ বোর্ড ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি এবং বস্ত্র পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানীর সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে। উক্ত চুক্তির ধারা উপ-ধারা পরীক্ষা ও বাস্তবায়ন, বস্ত্র খাতের উপর উক্ত চুক্তির প্রভাব নির্ধারণ এবং তা প্রতিকারের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করাই হবে এ টাস্ক ফোর্সের কাজ। উক্ত টাস্ক ফোর্স ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে কারিগরী ও সাচিবিক সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ে একটি গ্যাট সেল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৩.৯ উপদেষ্টা কমিটি ঃ

বস্ত্র খাতের বিভিন্ন উপখাতের সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা ও বস্ত্রনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে মাননীয় বস্ত্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বস্ত্র বিষয়ক একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটিতে কতিপয় মাননীয় সংসদ সদস্য, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারী খাতের এসোসিয়েশন সমূহের প্রতিনিধিগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মাননীয় বস্ত্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিদ্যমান বস্ত্র বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সক্রিয় কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৩.১০ গবেষণা, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি এবং কম্পিউটার প্রযুক্তি ঃ

বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন উপখাতসমূহ সম্পর্কে এ্যাকশন রিসার্চ পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ এবং সার্বিক বস্ত্রখাতের সুষ্ঠু উন্নয়ন সমন্বিত করার কৌশলগত নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে একটি টেক্সটাইল স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এই ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে বস্ত্রখাতের তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য কম্পিউটার সুবিধাদিসহ একটি উপাত্ত ব্যাংক আছে। এই ইউনিট বর্তমানে নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছে ঃ

(১) বস্ত্রনীতি এবং কৌশলগত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান।

(২) বস্ত্রখাত সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নে সাফল্য ও অসাফল্যের কারণ নিরূপণ ও বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

(৩) নিম্ন আয়ের তুঁত চাষী ও হস্তচালিত তাঁতীদের সহায়তা করার লক্ষ্যে সমবায় ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ (NGOs) কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা।

(৪) সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পের ফলাফল সম্পর্কিত সমীক্ষা প্রণয়ন ও কৌশলগত বিষয়সমূহের উপর গবেষণা করা।

(৫) বস্ত্র শিল্পের পরিচালনা, সম্প্রসারণ ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন।

বস্ত্র শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কার্যাবলী অব্যাহত ভাবে সম্পাদনের বর্তমান কারিগরী সহায়তা প্রকল্প কাল শেষ হলে টিএসএমইউকে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের একটি স্থায়ী সেল (কোষ) এ উন্নীত করে মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩.১১ বস্ত্র শিল্পের বেসরকারী খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন ঃ

বেসরকারী খাতই বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং বস্ত্র মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্ত সংস্থার মূল লক্ষ্য হবে বেসরকারী খাতে বস্ত্র শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা। বেসরকারী খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জোরদার করার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ঃ

(১) বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন উপখাতের সমিতিগুলোকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করা হবে, যাতে তাদের আওতাধীন ইউনিটগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ ও তার বিতরণ এবং সেমিনার সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে স্ব স্ব উপখাতের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে পারে।

(২) এসব সমিতিগুলো যাতে তাদের স্ব স্ব উপখাতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, কারিগরী সহযোগিতা, শুল্ক ও কর সম্পর্কিত উপদেশ ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে পরামর্শ প্রদানে সক্ষম হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৩.১২ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

ডাইয়িং ও ফিনিশিং শিল্প ব্যতীত বস্ত্র শিল্পের অন্যান্য উপখাতসমূহ কর্তৃক পরিবেশ দূষণ খুবই নগণ্য। নতুন ইউনিট স্থাপনা অথবা বিদ্যমান ইউনিটের বিএমআরই করার ক্ষেত্রে স্পিনিং, উইভিং, ডাইয়িং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং ইত্যাদি প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত পরিবেশে দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশে প্রচলিত আইন অনুয়ায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩.১৩ বস্ত্র খাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান ঃ

বিদ্যমান শিল্পনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে অর্থনীতির অন্যান্য খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীর ন্যায় বস্ত্রখাতে বিনিয়োগকারীকেও অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।

৩.১৩.১ ১৯৯১ (সংশোধিত) শিল্প নীতিতে শিল্পে বিনিয়োগের জন্য প্রদত্ত প্রধান প্রধান আর্থিক সুবিধা।

(১) উন্নত, স্বল্পোন্নত, ন্যূনতম উন্নত ও বিশেষ অর্থনৈতিক জোন এলাকায় শিল্প স্থাপন করা হলে যথাক্রমে পাঁচ, সাত, নয় ও বার বছরের জন্য কর অবকাশ প্রদান করা হবে।

(২) উদ্যোক্তা ও ভোক্তার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিল্পজাত দ্রব্যকে ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হবে।

(৩) উৎপাদিত পণ্যের অনুরূপ পণ্যাদি বিদেশ থেকে আমদানীর ক্ষেত্রে আরোপিত শুল্ক ও করের হার আমদানীকৃত কাঁচামালের জন্য প্রযোজ্য শুল্ক ও করের হারের চেয়ে বেশী হবে।

(৪) অনাবাসী বাংলাদেশীদের বাংলাদেশে শিল্প বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাঁদের বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। তা ছাড়া তাঁরা যে কোন বাংলাদেশী শিল্প কোম্পানী কর্তৃক নতুন ইস্যুকৃত শেয়ার/ডিবেঞ্চার ক্রয় করতে পারবেন। অধিকন্তু, তাঁরা (NFCD) একাউন্টে পাঁচ বছর পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে পারবেন।

(৫) শতকরা ৮০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত ত্বরান্বিত অবচয় সুবিধা (Accelerated Depreciation Allawance) দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৩.১৩.২ বস্ত্র শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য প্রদত্ত প্রধান সুবিধাসমূহ ঃ

(১) এককভাবে অথবা যৌথ উদ্যোগে এ ধরণের বিনিয়োগ পারস্পরিক সুবিধাজনক শর্তাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। বিনিয়োগ উৎসাহিত ও সংরক্ষণের জন্য আইনগহ কাঠামো হিসাবে Foreign Private Investment

(Promotion and Protection) Act 1980 চালু রয়েছে। এ আইনে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংরক্ষণের জন্য যে সব বিধান রাখা হয়েছে সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে ঃ

- স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমআচরণ নিশ্চিতকরণ ;

- জাতীয়করণ হতে বৈদেশিক বিনিয়োগকে সংরক্ষণ ;

- শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও লাভ প্রত্যাবাসনের নিশ্চয়তা বিধান। এ ছাড়া পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেড মার্ক, কপিরাইট ইত্যাদি ধী-সম্পদ (intellectual property) সংরক্ষণের জন্যও উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হবে।

(২) বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্বলিত প্রকল্পে ইকুইটিতে অংশীদারীত্বের (equity participation) বেলায় কোনরূপ সীমাবদ্ধতা থাকবে না, অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত মালিকানাধীনে বৈদেশিক বিনিয়োগ করা যাবে।

(৩) যৌথ উদ্যোগে বা বিদেশী বিনিয়োগে স্থাপিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ নির্বিশেষে পাবলিক ইস্যুর মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয় করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

(৪) বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ তাদের প্রত্যাবাসনযোগ্য (repatriable) ডিভিডেন্ড শিল্পে বিনিয়োগ করলে তা নতুন বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

(৫) বিদেশী বিনিয়োগকারী কিংবা বিদেশী বিনিয়োগ সম্বলিত কোম্পানী তাদের ইকুইটির সমপরিমাণ প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন ঋণ হিসাবে পাবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক-গ্রাহকের সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ ও শর্তাদি নির্ধারিত হবে।

(৬) বিদেশী বিনিয়োগকারী অথবা বৈদেশিক বিনিয়োগকারী কোম্পানীকে ষ্টক একচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়ের অনুমতি প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

(৭) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিসিক সারাদেশে রাস্তাঘাট, পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ইত্যাদি অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্বলিত শিল্প নগরী গড়ে তুলছে এবং আরো নতুন শিল্প নগরী গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এ সব শিল্প নগরীতে স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রে দেশী উদ্যোক্তাদের ন্যায় বিদেশী উদ্যোক্তাদের জন্যও বিশেষ আর্থিক রেয়াতি সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃকও অনুরূপ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

(চ) বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য যে সব সুবিধাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) রয়্যালটি, কারিগরী প্রযুক্তি ও কারিগরী সহায়তা ফি-এর উপর কর মওকুফ এবং প্রত্যাবাসনের সুবিধা ;

(খ) বৈদেশিক ঋণের সুদের উপর কর মওকুফের ব্যবস্থা ;

(গ) বিনিয়োগ কোম্পনী কর্তৃক শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে লাভের উপর (capital gains) কর মওকুফের ব্যবস্থা ;

(ঘ) বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী দেশের সহিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে দ্বৈতকর (double taxation) ব্যবস্থা রহিতকরণ ;

(ঙ) অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিদেশী কারিগরদের ৩ বছরের জন্য আয়কর মওকুফের ব্যবস্থা ;

(চ) বাংলাদেশে বিদেশী নাগরিকদের ৫০% বেতন রেমিটেন্সের ব্যবস্থা এবং প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের সঞ্চয় এবং রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা ;

(ছ) বিদেশী নাগরিকদের বাংলাদেশে ওয়ার্ক পারমিট প্রদান করার ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধা থাকবে না ;

(জ) বিনিয়োগকৃত মূলধন, মূলধনের লাভ এবং ডিভিডেণ্ড প্রত্যাবাসন সুবিধা।

বাঃসঃমুঃ-৯৫/৯৬-৩৪৪৮কম(১)-৫,০০০ বই—১৯৯৫।